যুগান্তর

তারিখ 13 MAR 2012
পৃ ৪ কলাম ৭

অভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দেশে একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছর থেকেই এ ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার কথা। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো খবর। ষাটের দশক থেকে একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে আন্দোলন চলছিল, এর মাধ্যমে তা একটি পরিণতি পেতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে ১১ ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর মধ্যে সাধারণ শিক্ষা বা বাংলা মাধ্যম, মাদ্রাসা শিক্ষা ও বিদেশী কারিকুলামের ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা অন্যতম। প্রাথমিকভাবে শিক্ষার প্রধান দুটি ধারা— বাংলা মাধ্যমের স্কুল ও মাদ্রাসায় অভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হবে। এর ফলে এখন থেকে উভয় ধারার শিক্ষার্থীদের অভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে তাদের পাঠ সম্পন্ন করতে হবে। জানা গেছে, এরই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে ইংরেজি মাধ্যমকেও অভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের অধীনে আনা হবে। ইংরেজি মাধ্যমে পড়ালেখা করা ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে, তারা এদেশের মূলধারা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। আমাদের জাতীয় কবি, জাতীয় ফুল-ফল কিংবা জাতীয় দিবসগুলোও নাকি তাদের অজানা থাকে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা ভিনদেশী ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করে এবং পরে তাদের অনেকেই পশ্চিমা দেশগুলোয় পাড়ি জমায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে না জেনে তারা শেকসপিয়র কিংবা বায়রন সম্পর্কে জানে। এটি দুঃখজনক। আমাদের আগে নিজের পরিচয়, নিজস্ব ইতিহাস জানতে হবে। তারপর বিশ্ব। ইংরেজি মাধ্যমকে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের অধীনে আনা হলে এ অবস্থার অবসান ঘটবে বলে আমরা মনে করি। অন্যদিকে দেশের জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সেখানকার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা মোটেই যুগোপযুগী নয়। কাজেই এসব শিক্ষার্থীর ব্যক্তিজীবনের উন্নয়ন ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পাশাপাশি তাদের জাতীয় জীবনের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন রয়েছে। তবে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় একই ধারার কারিকুলাম চালুর পাশাপাশি এখানে কর্মরত শিক্ষকদের কথাও ভাবা উচিত। শিক্ষকরা হচ্ছেন জ্ঞান ও বিদ্যাদাতা। ঘরে ঘরে জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্বলনে তাদের রয়েছে বিশাল ভূমিকা। দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে অধিকাংশ স্কুল ও মাদ্রাসা বেসরকারি। অথচ সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষকদের ১০০ ভাগ বেতন সরকারি কোষাগার থেকে দেয়া হলেও নামমাত্র ১০০ টাকা বাড়িভাড়া দেয়া হয়। তাদের চিকিৎসা ভাতাও নগণ্য। বেসরকারি শিক্ষকদের বার্ষিক কোন ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয় না। এমপিওভুক্ত হওয়ার ২ বছর ও ৮ বছর পর বেসরকারি শিক্ষকরা টাইম স্কেল পেতেন। বর্তমানে তাও বন্ধ রয়েছে। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের বড় একটি অংশকে বৈষম্যের কূহে বন্দি রেখে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালেও তার সুফল পুরোপুরিভাবে পাওয়া যাবে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।